64

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ JAN. 28 1999
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

নগরে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী

বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র বিশ্বাস করে "বড় মনের মানুষেরাই কেবল পারে একটা বড় দেশ আর জাতিকে গড়ে তুলতে। আমাদের দেশকে সত্যিকারভাবে বড় করে গড়ে তুলতে হলে আমাদেরও আজ চাই এমনি অনেক সম্পন্ন মানুষ। সেইসব মানুষ যারা উন্নত আদর্শ ও মূল্যবোধসম্পন্ন, আলোকিত, শক্তিমান, কার্যকর ও সংশপ্তক-যারা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে শক্তিমান নেতৃত্ব দিয়ে এই জাতিকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। তাদের আজ পেতে হবে আমাদের বিপুল সংখ্যায় সারাদেশে, সবখানে। এককে দশকে নয়, সহস্রে, লক্ষে। আর কেবল সংখ্যায় পেলে চলবে না। তাদের গ্রথিত করতে হবে শক্তিশালী সংঘবদ্ধতায়, উত্থান ঘটাতে হবে জাতীয় শক্তি হিসাবে।"-আর এই জন্য প্রয়োজন ব্যাপক উন্নততর জ্ঞানচর্চা। বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অনুবাদ সাহিত্য, দেশী বিদেশী শ্রেষ্ঠ জীবনী, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ আত্মসমালোচনাসহ শ্রেষ্ঠ রচনার প্রতি গভীর উপলব্ধি। কিন্তু ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও নানাবিধ সামাজিক কারণ ও অবস্থানের প্রেক্ষাপটে অনেকের পক্ষে বিশেষ করে মহিলা শিশু কিশোর লাইব্রেরী থেকে সব সময় বই সংগ্রহ করে পাঠ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য ব্যাপক পাঠ সুবিধা সৃষ্টি করে দীপান্বিত মানুষ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ব্যাপক উন্নততর ও কার্যকর জ্ঞানচর্চার উদ্যোগ গ্রহণ করছে। যাতে সমাজের সর্বস্তরে বইপড়া আন্দোলন ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। জ্ঞানচর্চার এই ব্যাপক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্বলিত চলতি বছর মার্চ মাস নাগাদ দ্বারে আসছে নতুন অতিথি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী। যে কেউ সদস্য হয়ে জ্ঞানচর্চার এই দুর্লভ সুযোগ বাড়ীতে বসে গ্রহণ করতে পারেন।

প্রাথমিক অবস্থায় সমগ্র মহানগরকে তিন অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। চারিপার্শ্ব কাঁচ দ্বারা সুসজ্জিত ১৩ হাজার বই সম্বলিত ৩টি ট্রাক পূর্ব-নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সপ্তাহে ৬০টি স্পটে যাবে। সেখান থেকে নির্দিষ্ট গ্রাহকরা পূর্বের বই ফেরত দিয়ে তাদের পছন্দমত বই সংগ্রহ করে বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারবে। মোবাইল লাইব্রেরীর সাথে একটি স্কুটার থাকবে। বিশেষ ক্ষেত্রে এই স্কুটার দিয়ে বই সদস্যের বাড়ীতে

নতুন অতিথি

পৌঁছে দেয়া হবে। বস্তুতঃ নগরবাসী নিজ নিজ মহল্লা থেকে যাতে তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিশ্বমানের যাবতীয় দেশী-বিদেশী বই সংগ্রহ করতে পারে তার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি পাঠকরা যাতে উন্নত বই পছন্দ করতে পারে সেজন্য ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী থেকে একটা পূর্ণাঙ্গ বই তালিকা সদস্যদের সরবরাহ করা হবে। কারণ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র চায় পাঠ আন্দোলনের পাঠকদের বই নির্বাচনের ক্ষেত্রে উন্নত রুচিবোধ গড়ে উঠুক। পরবর্তী সময়ে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র পর্যায়ক্রমে দেশের বিভাগীয় শহরসহ বড় শহরগুলোতে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী কার্যক্রম চালু করবে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র যথাসময়ে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ ও নিয়মাবলী জাতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে নগরবাসীকে অবহিত করবে।

সোহেল মাজহার